একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিটি কর্পোরেশন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.lgd.gov.bd

স্মারক নং: ৪৬.০০.০০০০.০০০.০৭০.১৮.০০১১.২৬-**৩৮২**

তারিখ: ২৩ বৈশাখ ১৪৩৩ / ০৬ মে ২০২৬

বিষয়ঃ 'ঢাকা শহরের হকার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০২৬' প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত 'ঢাকা শহরের হকার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০২৬' সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: ৬ (ছয়) পৃষ্ঠা।

(মোঃ রবিউল ইসলাম)
উপসচিব
ফোন: ০২-২২৩৩৫৩৬২৫
ইমেইল: lgcc1@lgd.gov.bd

স্মারক নং: ৪৬.০০.০০০০.০০০.০৭০.১৮.০০১১.২৬-**৩৮২/১(১৪)**

তারিখ: ২৩ বৈশাখ ১৪৩৩ / ০৬ মে ২০২৬

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১. সিনিয়র সচিব/সচিব; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২. প্রশাসক, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা;
৩. মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা;
৪. অতিরিক্ত সচিব (সকল), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৫. চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক);
৬. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা;
৭. যুগ্মসচিব, নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৮. অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক), ডিএমপি, ঢাকা;
৯. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য);
১০. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য);
১১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
১২. সিস্টেম এনালিষ্ট, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা; এবং
১৩. অফিস কপি/মাস্টার কপি।

মোঃ রবিউল ইসলাম
উপসচিব

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২২ বৈশাখ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/ ০৫ মে ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং-৪৬.০০.০০০০.০০০.০৭০.১৮.০০১১.২৬-৩৮১ তারিখ ০৫ মে ২০২৬ খ্রি. তারিখ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন) এর ধারা ১২০ এর উপধারা (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় বাস্তবায়নের নিমিত্ত স্থানীয় সরকার বিভাগ এই নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করিল:

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। **প্রস্তাবনাঃ** ঢাকা একটি দ্রুত বর্ধনশীল মেগাশহর, যেখানে জনসাধারণের অবাধ চলাচল নিশ্চিত করিবার পাশাপাশি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা নগর ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। ঢাকা বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (২০২২-২০৩৫) এর ষষ্ঠ অধ্যায়ের অবজেক্টিভ-২ এর অধীনে পলিসি ইসিও-২.১ এ হকার ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করা হইয়াছে। সেআলোকে ঢাকা মহানগরীর সকল অঞ্চলে একটি সুশৃঙ্খল ও সমন্বিত হকার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হইলো।

এই নীতিমালার মূল লক্ষ্য হইলো ফুটপাথ ও পাবলিক স্পেসে পথচারীদের স্বাচ্ছন্দ্যময় চলাচল বজায় রাখাসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে নিবন্ধনের আওতায় এনে নির্দিষ্ট জোনে ব্যবসায়িক সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে নাগরিক জীবনমান উন্নয়ন ঘটানো। ঢাকা বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক সংস্থা নিজস্ব প্রয়োজন ও সক্ষমতা অনুযায়ী ফুটপাথের নকশা ও হকার জোন বিন্যাস নিশ্চিত করিবে। মূলত নগরে শৃঙ্খলা রক্ষা, যানজট নিরসন এবং হকারদের টেকসই পুনর্বাসন নিশ্চিত করার একটি আইনি কাঠামো হিসেবে এই নীতিমালা কার্যকর ভূমিকা পালন করিবে।

২। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রারম্ভ** ।- এই নীতিমালা 'ঢাকা শহরের হকার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০২৬' নামে অভিহিত হইবে।
(২) ইহা সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

২.১। সংজ্ঞা ।- (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই নীতিমালায়-
(ক) হকার- এমন একজন বিক্রেতা যার পণ্য সহজে পরিবহণ করা যায়;
(খ) হলিডে মার্কেট- শুক্র, শনি ও সরকারি ছুটির দিন নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট সময়ে অনুমোদিত মার্কেট;
(গ) নৈশকালীন মার্কেট- বাণিজ্যিক এলাকায় অফিস সময়ের পর নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট সময়ে অনুমোদিত মার্কেট;
(ঘ) কর্তৃপক্ষ- সিটি কর্পোরেশন;
(ঙ) হকার ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীয় কমিটি- নীতিমালায় বর্ণিত কমিটি;
(চ) হকার ব্যবস্থাপনা আঞ্চলিক কমিটি- নীতিমালায় বর্ণিত কমিটি;

২.২। উদ্দেশ্য। -(১) এই নীতিমালার মূল উদ্দেশ্য হইবে নিম্নরূপ-
(ক) পথচারী ও যান চলাচল নিশ্চিত করা;
(খ) হকারদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা;
(গ) প্রান্তিক জনগোষ্ঠী জীবনমান উন্নয়ন;
(ঘ) কর্তৃপক্ষের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা;
(ঙ) সড়কে শৃংখলা আনয়ন;
(চ) নিরাপদ, পথচারীবান্ধব ও স্বাস্থ্য সম্মত নগরী গড়ে তোলা; এবং
(ছ) হকার নিবন্ধন ও হকারদের জায়গা চিহ্নিতকরণ।

অধ্যায়-২: হকার নিবন্ধিকরণ

৩। কর্তৃপক্ষ পৃথকভাবে একটি 'হকার ব্যবস্থাপনা কমিটি' গঠন করিবে এবং এই কমিটির মাধ্যমে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ডিজিটাল পরিচয়পত্রসহ হকারদের নিবন্ধন প্রদান করিবে।

৪। হকারদের নিকট হইতে প্রাপ্ত আবেদনের এক মাসের মধ্যে (জায়গা খালি থাকার প্রাপ্যতা সাপেক্ষে) নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে হইবে।

৫। নিবন্ধন গ্রহীতার বয়স আবেদনের তারিখে নূন্যতম ১৮ বছর হইতে হইবে এবং তাহাকে বাংলাদেশের নাগরিক হইতে হইবে।

৬। এই নিবন্ধন একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বহাল থাকিবে। মেয়াদ শেষে নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে পুনরায় নিবন্ধন বা নবায়ন করিতে হইবে। কর্তৃপক্ষ সময় সময় এই নিবন্ধন ও নবায়ন ফি নির্ধারণ করিবে।

৭। নিবন্ধন প্রদানকালে কর্তৃপক্ষ হকারের ব্যবসার শ্রেণি, বসার নির্ধারিত জোন বা অবস্থান, স্টলের আয়তন, ব্যবসায়িক সময় এবং মাসিক ফি সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করিয়া দিবে।

৮। নিবন্ধনে হকারের শ্রেণি (যেমন- ফল/সবজি, কাপড়/জুতা বা অন্যান্য সেবা) স্পষ্টভাবে উল্লিখিত থাকিবে। বিশেষ প্রয়োজনে শ্রেণি পরিবর্তনের জন্য কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করিতে হইবে এবং নূন্যতম অতিরিক্ত ফি প্রদান করিতে হইবে।

৯। ঢাকা উত্তর/দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন তাদের লাইসেন্স প্রদান করিবে; লাইসেন্সে বসার স্থান উল্লেখ থাকিবে। নির্ধারিত স্থানের বাহিরে বসিলে পুলিশ উচ্ছেদ করিবে। লাইসেন্সে বারকোড ও কিউআর কোড থাকিবে; যাহাতে ট্রাফিক পুলিশ লাইসেন্স চেক করিতে পারে। লাইসেন্স হস্তান্তরযোগ্য নহে।

১০। হকারগণ তাহাদের বরাদ্দকৃত নির্ধারিত স্থানের বিপরীতে প্রতি মাসের নির্ধারিত তারিখে মাসিক ফি বা টোল কর্তৃপক্ষকে প্রদান করিবে।

১১। কোনো হকার বরাদ্দকৃত নির্দিষ্ট আয়তনের বাহিরে অতিরিক্ত জায়গা দখল করিতে পারিবে না। সীমানা লঙ্ঘন করিলে কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক সতর্কতা প্রদান অথবা সরাসরি নিবন্ধন বাতিল করার পূর্ণ এখতিয়ার রাখিবে।

১২। কর্তৃপক্ষ জনস্বার্থে বা নগর উন্নয়নের প্রয়োজনে যেকোনো সময় কোনো বিশেষ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই হকারের নিবন্ধন ও জায়গা বরাদ্দ বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করিবে।

১৩। হকার ব্যবসায়ী খাদ্য বিক্রেতা হলে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে খাদ্য প্রস্তুত করিতে হইবে।

১৪। হকার ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতি বছর নিবন্ধিত হকারদের হালনাগাদ তালিকা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে 'সিটিজেন চার্টার' হিসেবে সিটি কর্পোরেশনের ওয়েবসাইট বা নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করিবে।

তথ্য সংগ্রহ ফরম:

ক্রমিক	নাম, এনআইডি ও মোবাইল নং	পিতা/স্বামীর নাম	পুরুষ/মহিলা/ তৃতীয় লিঙ্গ	স্থায়ী ঠিকানা	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	হকার পেশায় নিয়োজিত হবার সময় ও স্থান	পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য সংখ্যা	প্রতিবন্ধী কিনা
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১									

অধ্যায়-৩: হলিডে মার্কেট ও নৈশকালীন মার্কেটের জায়গা নির্ধারণ

১৫. স্থান নির্বাচনের সাধারণ মানদন্ড

(১) এলাকাভিত্তিক হকারদের সংখ্যা সার্ভে করা সাপেক্ষ কেবলমাত্র সেই সকল রাস্তা বা ফুটপাথ নির্বাচন করা যাইবে যেখানে হকার বসার পরও পথচারীদের চলাচলের জন্য নূন্যতম ৫ থেকে ৬ ফুট জায়গা অবশিষ্ট থাকে;

(২) প্রধান সড়ক (Arterial Roads) এড়িয়ে অভ্যন্তরীণ বা সংগ্রাহক (Access) সড়কগুলোতে অগ্রাধিকার দিতে হইবে;

(৩) মেট্রো স্টেশন, বাস স্টপ বা গুরুত্বপূর্ণ মোড় থেকে নূন্যতম ৩০-৪০ ফুট দূরত্ব বজায় রাখিতে হইবে যাহাতে যানজট সৃষ্টি না হয়;

(৪) পথচারী ও যান চলাচলের বিঘ্ন না ঘটাইয়া হলিডে মার্কেট ও নৈশকালীন মার্কেটের জায়গা নির্ধারণ করা এবং বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের অগ্রাধিকার দেয়া।

১৬. হলিডে মার্কেট নির্ধারণ

(১) কেবল শুক্রবার, শনিবার এবং সরকার ঘোষিত সরকারি ছুটির দিনে সকাল ৭:০০ ঘটিকা হইতে বিকাল ৫:০০ ঘটিকা পর্যন্ত;

(২) সরকারি অফিসের সামনের প্রশস্ত রাস্তা (ছুটির দিনে যা ফাঁকা থাকে), শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনের চত্বর বা সিটি কর্পোরেশন নির্ধারিত বিশেষ 'ওপেন স্পেস';

(৩) এটি মূলত পারিবারিক কেনাকাটার ওপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিবে। এখানে খাবারের পাশাপাশি হস্তশিল্প ও গৃহস্থালি পণ্যের প্রাধান্য থাকিবে।

১৭. নৈশকালীন মার্কেট (Night Market) নির্ধারণ

(১) বাণিজ্যিক/জনবহুল এলাকায় (মিরপুর-১০ নং এলাকার হোপ মার্কেট, মিরপুর ১ নং গোলচত্বর এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের গুলিস্থান, নিউমার্কেট, সদরঘাট ও বাইতুল মোকাররম এলাকা ইত্যাদি) অফিস সময়ের পর সন্ধ্যা ৬:০০ ঘটিকা হইতে রাত ১০:০০ ঘটিকা পর্যন্ত এই মার্কেট বসানো যাইবে;

(২) যে সকল বাণিজ্যিক এলাকায় দিনের বেলা প্রচন্ড ভিড় থাকে কিন্তু রাতে জনশূন্য হয়ে পড়ে, সেই সকল এলাকার নির্দিষ্ট লেনে এই মার্কেট বসানো যাইবে।

(৩) তবে শর্ত থাকে যে, খেলার মাঠ, স্কুল মাঠ, গণপরিসর, উপসনালয়ের মাঠ, কবরস্থানে কোন মার্কেট বসানো যাইবে না।

অধ্যায়-৪: অনুমতি প্রদানের শর্তাবলী

১৮। একটি পরিবারের জন্য কেবল একটি লাইসেন্স বা বরাদ্দ প্রদান করা হইবে;

১৯। নিবন্ধিত ব্যক্তি কেবল বরাদ্দকৃত স্থানে ব্যবসা করিতে পারিবেন; অন্য কোনো ব্যক্তি বা পক্ষকে উক্ত জায়গা লিজ বা ভাড়া দেওয়া যাইবে না। ব্যবসায়ীকে সর্বদা স্মার্ট কার্ড/বরাদ্দপত্র সঙ্গে রাখিতে হইবে;

২০। হকারগণ কেবল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে এবং নির্দিষ্ট সময়ে সরকারী ও বেসরকারী স্থাপনার ক্ষতি সাধন না করিয়া ব্যবসা পরিচালনা করিতে পারিবেন। প্রতিদিনের মালামাল নির্দিষ্ট সময়ে নিয়া আসিতে হইবে এবং সময় শেষ হইবার পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরাইয়া নিতে হইবে;

২১। কোনো স্থায়ী অবকাঠামো তৈরি করা যাইবে না তবে রোদ-বৃষ্টি হইতে রক্ষার জন্য কেবল ছাতা দিয়ে অস্থায়ী আচ্ছাদন দেওয়া যাইবে, যাহা প্রতিদিন ব্যবসা শেষে সরাইয়া লইতে হইবে;

২২। স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখিতে হইবে এবং যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মানিয়া চলিতে হইবে। রাস্তা পরিষ্কারের জন্য নির্ধারিত দিনে/সময়ে সকল প্রকার বেচাকেনা হইতে বিরত থাকিতে হইবে।

২৩। প্রতিটি জোনে ৩০ শতাংশ জায়গা নারী ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত রাখিতে হইবে।

২৪। পথচারী চলাচলের জন্য ফুটপাথে পর্যাপ্ত জায়গা উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। প্রতিটি হকারের জন্য বরাদ্দকৃত জায়গার সর্বোচ্চ আয়তন (ক্রেতার দাঁড়ানোর স্থানসহ) কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করিয়া দিবে;

২৫। রাস্তার জংশন অথবা প্রবেশ/বাহির পথ হইতে একটি নির্দিষ্ট নূন্যতম দূরত্ব বজায় রাখিয়া বসিবার স্থান নির্বাচন করিতে হইবে;

২৬। যেখানে ফুটপাথ ও রাস্তায় স্থায়ী বসিবার জায়গার স্বল্পতা আছে, কেবল সেখানে ভ্যানগাড়িতে করিয়া পণ্য বেচাকেনা করা যাইবে।

২৭। যাহাদের জায়গা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে, তাহাদিগকে ভ্রাম্যমাণ হকার হিসেবে গণ্য করা হইবে না;

২৮। সিটি কর্পোরেশনের নির্ধারিত স্থানে হকারদের নির্ধারিত স্থান আবাসিক/বাণিজ্যিক/মিশ্র ব্যবহার এলাকায় এবং সংগ্রাহক সড়ক সংলগ্ন হইতে হইবে এবং নূন্যতম ৬০ শতাংশ জায়গা হকারদের ব্যবহারের জন্য এবং বাকি অংশ অন্যান্য সাধারণ সুবিধার জন্য উন্মুক্ত থাকিবে;

২৯। সিটি কর্পোরেশনের নির্ধারিত স্থানে ক্রেতা দাঁড়ানো ও চলাচলের জন্য নূন্যতম ১.৫ মিটার (প্রায় ৫.০ ফুট) প্রশস্ত জায়গা উন্মুক্ত রাখিতে হইবে;

৩০। সংশ্লিষ্ট হকারগণ সুষ্ঠু পরিবেশ বজায়সহ নির্ধারিত জায়গা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখাতে ময়লা আবর্জনা নিজ দায়িত্বে সংরক্ষণপূর্বক নির্ধারিত বিন/জায়গায় ফেলিতে হইবে।

অধ্যায়-৫: প্রশাসনিক ব্যবস্থা

৩১। হকারমুক্ত এলাকা ঘোষণা:

(১) জনস্বার্থে কর্তৃপক্ষ কোনো এলাকাকে 'হকারমুক্ত' ঘোষণা করিলে তা অগ্রাধিকার পাইবে;

(২) লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার ০১ (এক) মাস পূর্বেই সংশ্লিষ্ট বাহককে নিজ দায়িত্বে তা নবায়ন করিতে হইবে। লাইসেন্সবিহীন অবৈধ হকারদের যেকোনো সময় উচ্ছেদের পূর্ণ এখতিয়ার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করিবে;

(৩) সম্ভব হইলে এবং জায়গা খালি থাকা সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ উচ্ছেদকৃত হকারদের নতুন জায়গায় স্থানান্তরের ব্যবস্থা করিবে।

৩২। নীতিমালা ব্যত্যয়ে গৃহীত ব্যবস্থা :

(১) অবৈধ বা অননুমোদিত কোন হকার থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) সরকারি বা বেসরকারি কোনো স্থাপনার ক্ষতি করিলে বা নীতিমালার শর্ত ভঙ্গ করিলে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট হকারদের নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবে।

অধ্যায়-৬:কমিটি ও কার্যপরিধি

৩৩। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় "হকার ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীয় কমিটি" গঠিত হইবে:

ক্রমিক	পদবি	কমিটিতে দায়িত্ব
১	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন	আহ্বায়ক
২	স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধি	সদস্য
৩	প্রধান প্রকৌশলী, সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৪	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৫	প্রধান সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৬	ডিএমপি ট্রাফিক বিভাগের প্রতিনিধি	সদস্য
৭	রাজউকের প্রতিনিধি	সদস্য
৮	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৯	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, সিটি কর্পোরেশন	সদস্য-সচিব

- কমিটি প্রয়োজনে অন্য কোন সদস্য কো-অপ্ট করতে করিতে পারিবে।

কমিটির কার্যপরিধি:

- আবেদন যাচাইকরণ;
- জায়গা বরাদ্দ করা/হস্তান্তর করা;
- স্থান ও জায়গার পরিধি ভেদে হকারদের নিবন্ধন ফি নির্ধারণ করা;
- জায়গার পরিমাণ ও বরাদ্দ ফি নির্ধারণ করা;
- বরাদ্দের শর্তাবলী ভঙ্গ করিলে হকার ব্যবস্থাপনা আঞ্চলিক কমিটি'র প্রতিবেদন যাচাইপূর্বক বরাদ্দ বাতিল করা;
- হকারদের কাছ থেকে অবৈধ চাঁদাবাজি বন্ধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক কঠোর তদারকি করা;
- হলিডে মার্কেট ও নৈশকালীন মার্কেটের অঞ্চলভিত্তিক মাস্টারপ্ল্যান তৈরী করা;

৩৪। **"হকার ব্যবস্থাপনা আঞ্চলিক কমিটি" নিম্নোক্ত সদস্য নিয়ে গঠিত হবে:**

ক্রমিক	পদবি	কমিটিতে দায়িত্ব
১	আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন	আহ্বায়ক
২	ডিএমপি ট্রাফিক বিভাগের প্রতিনিধি	সদস্য
৩	রাজউকের প্রতিনিধি	সদস্য
৪	নির্বাহী প্রকৌশলী, সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৫	সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৬	কর কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৭	সহকারী সমাজকল্যণ কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন	সদস্য-সচিব

- কমিটি প্রয়োজনে অন্য কোন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

কমিটির কার্যপরিধি:

- এলাকাভিত্তিক আবেদন গ্রহণ;
- পথচারী ও যান চলাচলের বিঘ্ন না ঘটাইয়া এলাকাভিত্তিক হলিডে মার্কেট ও নৈশকালীন মার্কেটের জায়গার প্রস্তাব "হকার ব্যবস্থাপনা বেন্দ্রীয় কমিটি"-র নিকট প্রেরণ করা;

- বরাদ্দকৃত জায়গা ও ক্রেতা চলাচল পথের প্ল্যান করা এবং মার্কিং করা;
- রাজস্ব আদায় করা;
- বৃষ্টির পানি নিস্কাশন;
- বাতির ব্যবস্থা করা এবং বর্জ্য সংগ্রহের বিন স্থাপন করা;
- বরাদ্দকৃত স্থানের চেয়ে বেশী জায়গায় মালামাল না রাখার বিষয়ে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা;
- বরাদ্দের শর্তাবলী প্রতিপালনের ক্ষেত্রে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা;
- বরাদ্দের শর্তাবলী প্রতিপালন না করিলে "হকার ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীয় কমিটি" এর নিকট প্রতিবেদন দেয়া;

অধ্যায়-৭: পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি

৩৫। প্রত্যেক নিবন্ধিত হকারকে তাহার বরাদ্দকৃত বসার স্থান এবং সংলগ্ন এলাকা নিজ দায়িত্বে সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে;

৩৬। ব্যবসায়িক কার্যক্রম চলাকালীন বা শেষে উৎপাদিত সকল প্রকার বর্জ্য সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত বিনে (Bin) বা নির্দিষ্ট স্থানে জমা করিতে হইবে। কোনো অবস্থাতেই ড্রেন, সড়ক বা ফুটপাথে ময়লা নিক্ষেপ করা যাইবে না;

৩৭। হকারদের মধ্যে নাগরিক দায়িত্ববোধ এবং পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ নিয়মিত সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করিবে এবং নিবন্ধিত হকারদের জন্য ব্যবসায়িক আচরণবিধি, ট্রাফিক নিয়ম এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত বিশেষ কাউন্সিলিং ও মোটিভেশনাল সেশনের ব্যবস্থা জোরদার করিতে হইবে;

৩৮। প্রান্তিক হকারদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে তাহাদিগকে সরকারের বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর (Social Safety Net) আওতায় আনিবার উদ্যোগ গ্রহণ করা হইবে এবং হকারদের সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি এবং আপদকালীন সহায়তার জন্য সমবায় বা ক্ষুদ্রঋণ সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা নিশ্চিত করিবার বিষয়ে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবে।

অধ্যায়-৮: বিবিধ

৩৯। কর্তৃপক্ষ সময়ে সময়ে সরকারের অনুমোদনক্রমে এই নীতিমালার সংশোধন, বিয়োজন, সংযোজন ও পরিমার্জন করিতে পারিবে এবং কোনো বিষয়ে অস্পষ্টতা দেখা দিলে স্থানীয় সরকার বিভাগের ব্যাখ্যা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৪০। গঠিত "হকার ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীয় কমিটি" ও "হকার ব্যবস্থাপনা আঞ্চলিক কমিটি"-এর সদস্যগণ হকারদের জন্য নির্ধারিত স্থান/হলিডে মার্কেট/নৈশকালীন মার্কেট নিয়মিত পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করিবেন।

৪১। এই নীতিমালায় যাহাই বলা হউক না কেন, এই নীতিমালার কোন কিছুই জনস্বার্থে হকারদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে যে কোন পদক্ষেপ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ সরকারের কর্তৃত্বকে বাধাগ্রস্ত করিবে না।

(মোঃ শহীদুল হাসান)
সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ